Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-I, October 2020, Page No.82-98
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির ক্রমবিবর্তন ও বর্তমান অবস্থা

পঙ্কজ কুমার মন্ডল
ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

Abstract:

After independent there have been Indian State took a variety of Constitutional and administrative measure for socio-economic development of schedule population in the county. Nevertheless there are wide variations in socio-economic well being of Schedule and non-schedule Caste population in the country. Since independence there have been several reservations among the societal classes of India in different government and non-government sector. The aim of these reservations is to pull out the backward section of society and parallel them with mainstream of the society. Schedule Caste population, which make about one-sixth in country's population, have quite low level of literacy for Schedule Caste (SC) population. In addition, there are quite inter-state, inter- district and inter-block va Major cbjcetive was to assess the regional pattern of literacy differential between Scheduled and non Scheduled Caste population in the State of West Bengal and to examine the rural-urban differentials in literacy rate of Schedules Castes population and how these di tier from that of non-Scheduled population. The present study has been based on mainly secondary sources of data. In 2011, literacy rate of Schedule Caste in the State was 61.16 percent against 77.08 percent for the general population. Literacy level for Schedule Castes female population was much lower tlr the general population. For this study various GIS and cartographic techniques including maps and diagrams will be used to depict the spatial pattern of literacy attributes and their correlation.

দাস-দর -কা-না সংস্কৃতি -নই। ইতিহা-স এরা উ-পক্ষিত। ঠিক -তমনি দলিত মানু-ষরা বাংলার ইতিহা-স ঠাঁই পায়নি। শ্রেনীবিভক্ত সমাজের বুর্জেয়া মানসিকতার ধারক ও বাহক ইতিহাসবিদরাও তাদের শ্রেনীস্বার্থেই এদের ইতিহাসের আস্তাকুড়ে ফেলে রেখেছেন। বড় আক্ষেপ করেই প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক ড. আহমেদ শরীফ তাঁর 'বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে ইতিহাসে উ-পক্ষিত এই সব দলিত মানু-ষর কথা -ট-ন এ-ন বাংলার অসম্পূর্ণ ইতিহা-সর কথা ব-ল-ছন।

'যারা এই -দ-শর অধিবাসী - -সই হাড়ি, -ডাম, চন্ডাল, বাগদি - যারা শূদ্র, অস্পৃশ্য - তা-দর কথা -তা বাংলা-দ-শর ইতিহা-স -লখা হয়নি ; তা-দর -কা-না অস্তিত্বও -তা আজ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। বি-দশী-বিভাষী বিজাতি-বিধর্মী যারা এখানে পরাক্রান্ত হয়ে এসেছে, যারা এখানে ধর্ম নিয়ে এসেছে, তাদেরই রাজ-ত্বর কথা - তা-দরই বিদ্যাবুদ্ধির কথা - তাদেরই জ্ঞান--গীর-বর কথা, তা-দরই প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা আমরা আমা-দর ব-ল দাবি ক-র গ-র্ব বুক স্ফীত করছি। -যমন একা-লর মুসলমা-নরা বই -ল-খ, বই -থ-ক মুখস্থ ক-র এবং ম-ন ক-র যে তুর্কি মোগলেরা তাদের স্বগোত্র। তারা ভাবে, ফিরোজ শাহ, শের

শাহ, আকবর, আওরঙ্গজেব, সিরাজ্জদৌলা তাদের স্বজাতি, স্বগোত্র ; এবং তাদের শাসনকে নিজেদের রাজত্ব ম-ন ক-র তারা গ-র্ব বুক স্ফীত ক-র। এ-ত তারা আত্মপ্রতারণাই ক-র, মিথ্যা আস্ফালন ক-র। আমরাও বাংলা-দ-শর ইতিহাস যখন বলি তখন মিথ্যা গ-র্ব গর্বিত হ-ত চাই। স্ব-দ-শর, স্বজাতির আসল পরিচয় -গাপন ক-র নানা কাল্পনিক কাহিনী দি-য় মন ভরা-ত চাই। আজকাল -য কথাটা স্বীকৃত হ-ত যা-চ্ছ, অর্থাৎ আমরা যদি অস্ট্রিক-মঙ্গোলদের বংশধর হই, তাহলে সেই অস্ট্রিক-মঙ্গোলরা চিরকাল এ-দ-শ ছিল নির্জিত, নিপীড়িত। তা-দর অধিকাংশ মানুষ এখনও নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের - অস্পৃশ্য। তারা কখনও মানুষ হি-স-ব স্বীকৃত হয়নি। তা-দর ম-ধ্য যারা ব-ন-জঙ্গলে পালিয়া গেছে তারা সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া ইত্যাদি। যারা এখা-ন ছিল তা-দর -দখছি দাস ও অস্পৃশ্য।

এই ভা-বই -ভ-ব-ছন -কাশাম্বি, রামশরণ শর্মা, বি. আর. আ-ম্বদকর, -রামিলা থাপা, বিপান চন্দ্র, ইরফান হাবিব প্রমুখ ইতিহাসবিদরা।

এই গবেষণাপত্রে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত তপশিলি জাতি সম্পর্কে আলোচনা করলেও উন্নত ও অনুন্নত ক-য়কটি জাতি সম্প-র্ক মূলত আ-লাচনা করা হল - -যমন উন্নত-দর ম-ধ্য নমশূদ্র, রাজবংশী, বাউড়ি, বাগদী, পৌনড্র, চামার এবং অনুন্নতদের মধ্যে ভাবগার, কুড়ারিয়ার, কাঞ্জর, বানতার, লাল-বগী সম্প-র্ক আ-লাচনা করব।

১) হিতেশরঞ্জন সান্যাল, বাংলার জাতিব্যবস্থার উপর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে Social Mobility in Bengal (১৯৮১)।
এই গ্রন্থ থেকে বাংলার জাতি ব্যবস্থা ও বর্ণ গুলির বিশদ বিবরণ পাই কিন্তু তপশিলি জাতির উপর ধারা বাহিক আ-লাচনার অভাব।

২) আন-ড্র -ব-তই, ভারতব-র্ষ জাতি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নি-য় বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ -ল-খন দীর্ঘদিন ধরে। জাতি ব্যবস্থার উপর তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে Caste, Class and Power (১৯৬৬), Castes: Old and New (১৯৬৯), Inequality among Men (১৯৭৭), Backward Classes and the New Social Order (১৯৮১)।
উল্লেখ্য গ্রন্থ গুলো জাতি ব্যবহার বিভিন্ন দিক, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি কথা আলোচনা করা হয়েছে কি কি কারণে এই জাতি গুলি পিছিয়ে আছে তার উপর বিশেষ ভাবে -কান আ-লাচনা -নই।

৩) পার্থ চ-ট্টাপাধ্যায়, বাংলার কৃষিব্যবস্থা, সমাজসংস্কৃতি নি-য় অ-নক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লি-খ-ছন। তাঁর বিভিন্ন গ্র-ন্থর ম-ধ্য The Land Question (১৯৮৪), Nationalist Thought and the Colonial World - A Derivative Discourse? (১৯৮৬) উ-ল্লখ-যাগ্য।
উপরিক্ত গ্রন্থ গুলো অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ কিন্তু গ্রন্থ গুলিতে বাংলার কৃষি ব্যবস্থা ও সামাজিক সাংস্কৃতিক কথা বলা হ-লও তপশিলি জাতির উপর আলাদা ভা-ব আ-লাচনার অভাব আ-ছ।

৪) নির্মলকুমার বসু, ভারতবর্ষে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর অসংখ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে Cultural Anthropology and Other Essays (১৯৫৩), Modern Bengal (১৯৫৯), Tribal Life in India (১৯৭১), The Structure of Hindu Society (১৯৭৭)।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গুলি তথ্য সমৃদ্ধ তপশিলি উপজাতি ভারতবর্ষে ও হিন্দু সমাজের কথা বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে শুধুমাত্র তপশিলি জাতির জীবনযাত্রা ও সামাজিক ধ্যান ধারনার য-থষ্ট অভাব আ-ছ।

৫) -শখর ব-ন্দ্যাপাধ্যায়, বাংলার জাতিব্যবস্থা ও নমশূদ্র জাতির উপর দীর্ঘদিন গ-বষণা ক-র-ছন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হল, Caste, Politics and the Raj (১৯৯০), Caste, Protest and Identity (১৯৯৭), Namasudras of Bangal (১৯৯৭)।
উপরিউক্ত গ্রন্থ গুলো অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ ও বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ৬০টি তপশিলি জাতির মধ্যে শুধুমাত্র নমঃশূদ্রদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য জাতিগুলির আলোচনা বিশদ ভাবে নেই।

৬) শিনকিচি তানিগুচি, বাংলার কৃষিব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। উত্তরবঙ্গের রাজ-বংশী সম্প্রদা-য়র উপর তাঁর কাজ বি-শষ উ-ল্লখ-যাগ্য।
উল্লেখিত গ্রন্থগুলি বাংলার কৃষিব্যবস্থায় রাজবংশী সম্প্রদা-য়র উপর বিশদ আ-লাচনার দাবী রা-খ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য তপশিলি সম্প্রদায় নিয়ে কোন আলোচনা নেই।

৭) সুরজিৎ সিংহ, বাংলার জাতি ও উপজাতি সমাজ বিষ-য় বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা ক-র-ছন। তাঁর প্রকাশিত গ্র-ন্থর ম-ধ্য র-য়-ছ, Tribes and Indian Civilization (১৯৮২), Ethnic Groups, Villages and Towns of Pargana Barabhum (১৯৬৪)।
উল্লেখিত গ্রন্থগুলি বাংলার উপজাতি গোষ্ঠী ও ভারতের তপশিলি উপজাতির কথা বলা হয়েছে। এখা-ন তপশিলি জাতির কথা উ-ল্লখ -নই।

৮) রণজিৎকুমার ভট্টাচার্য, বাংলার মুসলমান সম্প্রদা-য়র ম-ধ্য জাতিপ্রথা নি-য় বহুদিন গ-বষণা কর-ছন এবং বহু প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা ক-রন তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হল, Moslems of Rural Bengal (১৯৯১)।
উ-ল্লখিত গ্রন্থটি বাংলার মুসলমান জাতির প্রথা ও বিভিন্ন সম্প্রদা-য়র কথা বলা হ-য়-ছ কিন্তু বাংলার তপশিলি জাতির উপর আ-লাচনার অভাব আ-ছ।

৯) অভিজিৎ দাশগুপ্ত, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়-এর সমাজশাস্ত্র বিভা-গর অধ্যাপক। বাংলার জাতিব্যবস্থা নিয়ে বহুদিন গবেষণা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল Bengal : Development, Communities and States (১৯৯৪) (সম্পাদিত); Growth with Equiity(১৯৯৭)।
তাঁর উ-ল্লখিত দুটি গ্রন্থ অত্যন্ত বিশদ ভা-ব বাংলার সাম্যবা-দর ও সমান অধিকার নি-য় আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তপশলি জাতি নিয়ে সামানা আলোচনা হলেও ধারাবাহিকতার অভাব আ-ছ।

১০) -নাশান্ত বিশ্বাস, বাংলার মতুয়া আ-ন্দালন, সমাজ সাংস্কৃতিক রাজনীতি, -সতু প্রকাশনী ২০১৬।
উ-ল্লখিত গ্রন্থটি বিশদ ভা-ব বাংলার মতুয়া তথা নমঃশূদ্র সম্প্রদা-য়র কথা বলা হ-য়-ছ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য তপশিলি সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়নি।

আমার গবেষণার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল বর্তমানে তপশীলি জাতিগুলি অনান্য সাধারণ জাতির তুলনায় -কন পিছি-য় র-য়-ছ ? বি-শষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান এর দিক দি-য় পিছি-য় র-য়-ছ। -কন পিছি-য় র-য়-ছ? এবং জনসংখ্যার ক্রমবর্তমান অবস্থার পরি-প্রক্ষি-ত বি-শ্লষণ করা, এছাড়া ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ সালের জনগনণা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের তথ্য গুলি বিশ্লেষণ করে

তুলনামূলক বিচার করা। আমার আ-লাচনার পরি-প্রক্ষি-ত তপশীলি ৬০ টি জাতির ম-ধ্য উন্নত ছয়টি জাতি -যমন - রাজবংশী, নমঃশুদ্র, বাগদী, বাউড়ী, চামার ও -পানড্র এবং অনুন্নত পাঁচটি জাতি -যমন - ডাবগার, কুড়ারিয়ার, কাঞ্জর, বানতার, লালবেগী কে তুলে ধরা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে বর্তমান সমস্যা ও গুরুত্ব কে তুলে ধরা গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এবিষ-য় গ-বষণা প্র-য়াজ-নর তুলনায় স্বল্প। বর্তমান গ-বষণার আ-লাচনা করা হ-য়-ছ -য তপশীলি জাতি-দর ম-ধ্য ছয়টি জাতি -কন এগি-য় গি-য়-ছ ও অনান্য পাঁচটি জাতি -কন পিছি-য় প-ড়-ছ এ সপ-ক্ষ একটি তুলনামূলক সমীক্ষা করা হ-য়-ছ, তাছাড়া সমা-জর মূল -স্রা-ত তপশীলি জাতি-দর কি -ফরা-না সম্ভব। তাহ-ল ভবিষ্য-ত জাতপাত ভাবনাটি মু-ছ দি-য় একটি সুন্দর সুশীল সমাজ গঠন সম্ভব হ-ব।
এই দিক দি-য় বিচার বি-শ্লষণ ক-র গ-বষণার ব্যাপ্তি ও পরিসীমা-ক অতিক্রম করা যা গবেষণার মূল ভাবনা।

গবেষণাপত্রটির সামগ্রিক কাঠামো আলোচনা করার চেষ্টা থাকবে। অধিকন্তু এই পর্বে বর্তমান গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা ও সন্নিবিষ্ট হবে। এই গবেষণায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধিত করার চেষ্টা করা হ-ব :- -যমন, তপশিলী-দর চরম -বকারত্ব, নিরক্ষরতা, দারিদ্রজনিত দুর্দশা, অব-হলিত স্বাস্থ্য পরি-ষবা, বাসস্থা-নর সমস্যা, পানীয়জ-লর অপ্রতুলতা, পরিবহন ও -যাগা-যাগ ব্যবস্থার -বহাল দশা, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থা, তপশিলী মহিলা-দর অবস্থান ইত্যাদি সার্বিক মূল্যায়ন করা দরকার। অতি শীঘ্র বঞ্চিত তপশিলী সম্প্রদায়ের মানুষদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা দরকার, তবেই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভার-তর জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তপশিলী মানুষদের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প নির্মাণ করতে হ-ব। গ-বষণার পদ্ধতি নির্মা-ণ জনগণনার রি-পার্ট, প্রকল্প, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ কমিশন, নি-য়াগ সংক্রান্ত তথ্য, শ্রমিক ও নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য, পর্যবেক্ষণ, তপশিলী জাতির বিভিন্ন মানুষজন সহ অভিজ্ঞদের দেয় তথ্যাবলি উপর ভিত্তি করে এই গবেষণা পত্রটি Quantative Method প্র-য়াগ ক-র নির্মাণ করা হ-য়-ছ।

১৯৫১ -থ-ক ২০১১ পর্যন্ত প্রতিটি -লাকগণনায় তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতি-দর জাতি-পরিচয় -রকর্ড করা হ-য়-ছ। -সই প্রাথমিক তথ্য অনুসরণ ক-র দলিত ও আদিবাসী-দর জনসংখ্যা, -পশা, সাক্ষরতা ও অনান্য তথ্য বার করা যায় এবং ১৯৫১-২০১১ এই ৬০ বছরে ঐ জাতিগুলির অবস্থানের কী পরিবর্তন হ-য়-ছ -স সম্প-র্ক একটা ধারণা করা যায়। রাজ্য সরকা-রর পশ্চাদপদ -শ্রণী দপ্ত-ররই -সই কাজটি করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁরা -সটা খুব ভালভা-ব ক-র-ছন ব-ল জানা যা-চ্ছ না। এ সম্প-র্ক রাজ্য সরকা-রর অধীন কালচারাল রিসার্চ ইনসটিটিউট ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত কিছু কাজ প্রকাশ ক-রন। তা-ত -লাকগণনা -থ-ক পাওয়া কিছু তথ্য আ-ছ। ত-ব -কানও বি-শ্লষ-ণর -চষ্টা -নই। পশ্চিমবাংলায় বসবাসকারী দলিত ও আদিবাসী-দর -দখার সময় -সই -লা-করা ভার-তর আর -কানও রা-জ্য বাস ক-রন কি না সেটাও আমরা দেখেছি। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে চামারদের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার। চামাররা ভারতের বৃহত্তম দলিত জাতি, যা-দর সংখ্যা ৪ -কাটি ২১ লক্ষ, সারা ভার-তর -মাট দলিত জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ। এই চামার-দর প্রায় অ-র্ধ-কর বাস উত্তরপ্রদেশে। এইভাবে অনান্য জাতিগুলি সম্পর্কেও সর্বভারতীয় চিত্র আমরা তু-ল ধরার -চষ্টা করাছি - যদিও খুব সীমিত আকা-র। -সটা কর-ত গি-য় কিছু সমস্যা -দখা দিয়েছে। যেমন নমঃশূদ্ররা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় তপশিলী জাতিভুক্ত। সুতরাং এই সব রাজ্যে তাঁ-দর সংখ্যা আমরা জনগণনা -থ-ক পাচ্ছি, কিন্তু ছত্রিশগড়ে, উত্তরপ্রদেশে তাঁরা তপশিলী জাতি নন।

প্রধানত ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ সা-লর আদমসুমারি রি-পার্ট -থ-ক প্রতিটি জাতির জনসংখ্যা, স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত, স্বাক্ষরতার হার, কর্ম নি-য়াজ-নর ধরণ, বসবাস এবং জাতিটির -জলাগত বণ্টন -নওয়া হ-য়-ছ।

বাংলা সহ -গাটা ভার-ত আর্থ-সামাজিক নিম্নব-র্গর মানুষ পঁচাশি -থ-ক নব্বই শতাংশ। সংসদীয় রাজনীতি-ত এ-দরই -ভাটসংখ্যা -বশি। কিন্তু সমা-জর সর্বস্ত-রই তারা পরাধীন। এর মূল কারণ : ১. হিন্দুত্ববাদ, ২. বিভিন্ন জাতগোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং ৩. ব্রাহ্মণ্যবাদী-দর দ্বারা পরিচালিত মার্কসবাদ। ব্রিটিশ আম-ল আ-ম্বদকর সহ মুষ্টি-ময় দলিত রাজনীতি-কর উ-দ্যা-গ আ-য়াজিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা -সই অ-র্থ অর্জিত হয়নি। তার কারণ, প্রচলিত হিন্দু-ত্বর প্রতি নিম্নবর্গীয় মানুষ-দর আকর্ষণ। নিম্নবর্গীয় জন-গাষ্ঠীসমূহ শূদ্রত্ব মোচনের উদ্দেশে হিন্দুত্ববাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। বাংলার 'চন্ডাল' চিহ্নিত জনগোষ্ঠী 'নমঃশূদ্র' পরিচয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা নি-জ-দর 'ব্রাহ্মণ' পরিচয় উপস্থাপন ক-রছিল। নি-জ-দর তারা ব্রাহ্মণ নমস্ মুনির বংশধর ব-ল দাবি ক-রছিল। আর্য-ব্রাহ্মণরা চন্ডাল-দর এই দাবি খারিজ ক-র -দওয়ায় তারা নি-জরাই 'ব্রাহ্মণ' তকমা নি-য় পৃথক মতুয়া ধ-র্মর আ-ন্দালন করাছিল। ব্রাহ্মণ্য-শ্রণির অবতা-রর ন্যায় হরিচাঁদ বিশ্বাস-ক তারা 'ঠাকুর' পদবি দি-য় অবতার বানি-য়ছিল। সমা-জ হরিচাঁ-দর গ্রহণ-যাগ্যতা অর্জ-নর জন্য রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, ব্রাহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি অবতারের তালিকাভুক্ত ধরা হয়েছিল তাঁকে। শূদ্রদের মধ্যে চন্ডাল-দর নমস্যা জাতি ব-লও নাকি তারা 'নমঃশূদ্র', এই দাবিও উপস্থাপিত হ-য়ছিল। একইভা-ব সমা-জ অর্বাচীনকা-ল '-পাদ' চিহ্নিত জন-গাষ্ঠী তা-দর আদি পরিচয় পুন্ড্র, পৌন্ড্র উত্থাপন করেছিল। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু তারা এখানেই থেমে থাকেনি। তারা নিজেদের আর্যগোষ্ঠীর 'বর্ণক্ষত্রিয়' বলেও দাবি ক-রছিল। এবং পৈ-ত-উপবীত ধারণ, দ্বাদশ অ-শৌচ পালন, তফসিল সংরক্ষণ -থ-ক বাই-র -বরি-য় আসার দাবিও তুলেছিল। উত্তরবঙ্গের 'কোচ'রাও নিজেদের আর্যগোষ্ঠীর রাজবংশী ক্ষত্রিয় বলে দাবি করল। কৈবর্ত, বাগদি, শুঁড়ি, কপালি, নাপিত প্রতিটি জন-গাষ্ঠী নি-জ-দর আর্য বা হিন্দু ব-ল দাবি ক-রছিল।

সমাজস্ত-রর এই আর্য হিন্দু মানসিকতাই নিম্নবর্গীয় -গাষ্ঠীসমূহ-ক রাজনৈতিকভা-ব কং-গ্রসমুখী ক-র তু-লছিল। ফ-ল, পৃথক তফসিল -ফডা-রশন বা এজাতীয় দলীয় রাজনীতি খুব একটা শক্তিশালী হয়নি। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গীয় মানু-ষর হা-ত এল না।

ঠিক একই অন্তরায় দেখা যাচ্ছে বর্তমান দলিতমুক্তি আন্দোলনেও। তখন হিন্দু মানসিকতা ছিল প্রধান বাধা। এখন সেই বাধা তো আছেই, তার সাথে সংযুক্ত হয়েছে মার্কসবাদ। যদিও হিন্দুত্ববাদ ও মার্কসবাদ, পরস্পর দুই বিপরীত চরিত্র। কিন্তু ভারতের ব্রহ্মণ্যবাদী রঙে মার্কসবাদী বিপ্লবের লাল রঙও ম্লান ও প্রায় নিশ্চহ্ন। -স-সময় দলিতরা হিন্দুত্বের মধ্যে আত্মপরিচয় সংকটমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল। এখন সেই স্বপ্ন অনেকটা মার্কসবাদমুখী। ঘটনা হল, ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিজেদের বর্ণগত জাতিসত্ত্বা অটুট -র-খ মার্কসবা-দর বুলি আওড়া-চ্ছন। বর্ণতন্ত্র-ক তাঁরা ধামাচাপা দি-ত মরিয়া। নিম্নবর্গীয় জন-গাষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যবাদী-দর এ ম-নাভাব বুঝ-ত ব্যর্থ। আ-গ ব্রাহ্মণরা ছিল ভগবা-নর দূত, এখন কার্ল-মার্ক-সর। দলিতব-র্গর অধিকাংশ জনগণও মনে করেন শ্রেনি আন্দোলনই দলিতমুক্তির একমাত্র রাস্তা। এজন্য পৃথক দলিতসত্ত্বার প্রয়োজন -নই।

ফলে, বর্তমান দলিত রাজনীতির অঙ্গনে নতুন সমস্যার উদ্ভব। বিশেষ করে সুদীর্ঘ বামফ্রন্টশাসিত পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতিতে পৃথক দলিত রাজনীতি তুলে ধরা অনেকটাই কঠিন। এখানকার দলিতশ্রেনির শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলও ম-ন ক-র, এ রা-জ্য জাতবৈষম্য -নই। অথচ, তাঁ-দর বুদ্ধি-ত প্রশ্ন জা-গ না, এ রা-জ্য -কানও -কানও দলিতব-র্গর মনীষীর নাম, তাঁ-দর আ-ন্দাল-নর ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় না? বাংলা সহ ভার-তর ইতিহা-স রাম-মাহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বি-বকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, গান্ধী, -নহরু,

সুভাষ, চিত্তরঞ্জন, ভগৎ সিংরা ব্যাপক আলোচিত হলেও কেন জ্যোতিরাও, হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ, পঞ্চানন, আম্বেদকর, রাইচরণ, মহেন্দ্র করণ, যোগেন্দ্রনাথ, মুকুন্দবিহারীদের নাম ইতিহাসভুক্ত হয় না? দীর্ঘমেয়াদী বামফ্রন্ট শাসনেও কি এ রাজ্যে ব্রাহ্মণ্য পৌরোহিত্যের কোনও ঘাটতি পড়েছে? বিবাহের পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনে কি জাতপাতের নোংরা চিত্র প্রকাশিত হয় না?

মজার ঘটনা হল, এখন পু-জা-ক উৎসব বা সংস্কৃতি ব-ল চালা-না হ-চ্ছ। -নপ-থ্য -সই বৈদিক বর্ণাশ্রমসম্ভূত বর্ণতন্ত্র। আর ধর্ম ও জাতবৈষম্য-কও -শ্রণিবৈষম্য ব-ল চালা-না হ-চ্ছ। নিম্নব-র্ণর সরল, সাদাসি-ধ মানসিকতায় এসব কূটকাচালি ধরা প-ড় না।

আসল কথা, ডান বা বাম বিভিন্ন রাজনৈতিক দ-লর আশ্র-য় থাকা তফশিলি -নতারা, চাকরিজীবী -লা-করা আত্মপরিচয় লুকি-য় চল-ত চান। তাঁরা দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষ, অলস, অ-যাগ্য অথবা স্বার্থপর। অনান্য রা-জ্যর ন্যায় এ রা-জ্য আজও পৃথক দলিত রাজনীতি মাথা উঁচু ক-রনি। তৃতীয় আর একটি সমস্যা এ রাজ্যের দলিত আন্দোলনে প্রকট। তা হল নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রবাহিত ব্রাহ্মণ্যবাদ, উঁচু-নিচু -ভদ প্রথা। -কানও -কানও দলিত-গাষ্ঠী নি-জ-দর 'সুপ্রি-মা' ব-ল ম-ন ক-র আর অন্য-দর প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয় রাখতে চায়। এতে প্রকৃত 'বহুজন' গড়া অসম্ভব। ব্রাহ্মণ্যশ্রেণির দাদাগিরির মতন এই দাদাগিরিও সমান ভয়ঙ্কর।

কমিশন -কন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকা-রর চাকরী-ত, সরকারী সংস্থায় ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা সমূ-হ অনুন্নত শ্রেণীর জন্য শতকরা ২৭ ভাগ চাকরী সংরক্ষণের সুপারিশ করে। এ সংখ্যা তফসিলভুক্ত জাত ও আদিবাসী-দর জন্য -য ২২.৫০ ভাগ আসন সংরক্ষিত আ-ছ। অর্থাৎ এর ফ-ল -মাট আসন সংরক্ষ-ণর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯.৫০ ভাগ যদিও অনুন্নত -শ্রণীর জনসমষ্টি -মাট জনসমষ্টির শতকরা ৫২ ভাগ। সংরক্ষিত আসন সংখ্যার পরিমাণ অনুন্নত -শ্রণীর জনসমষ্টির পরিমা-ণর -চ-য় কম রাখার কারণ হল সুপ্রীম -কা-র্টর নি-র্দশ। -কা-র্টর ম-ত সংরক্ষিত আস-নর পরিমাণ -কান অবস্থা-তই সাধারণ আস-নর -চ-য় -বশী হওয়া সঙ্গত নয়। এম্ . আর . বালাজী বনাম মহীশূর রাজ্য মামলায় সুপ্রীম -কার্ট মহীশূর সরকা-রর ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী ও অনান্য কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্রে ৬৮ ভাগ আসন সংরক্ষণের দাবী অগ্রাহ্য করে বলে যেহেতু ১৫(৪) ধারায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাটি হল ১৫(২) ধারার ব্যতিক্রম অর্থাৎ সকলের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগের ব্যতিক্রম সেহেতু শিক্ষা বা চাকরীক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনের পরিমান ৫০ ভাগ বা তার -বশী হ-ত পা-র না।

১) রা-জ্য তপশিলী জাতি ও জনজাতির জনসংখ্যা -মাট ২৯ শতাংশ। (২৩ শতাংশ + ৬ শতাংশ)। ওই দুই -শ্রণীর মানু-ষর উন্নয়-নর ২৯ শতাংশ অর্থ ব্যয় করার কথা। আশ্চর্যজনকভা-ব রা-জ্য এদের পিছনে সাত শতাংশ ও ব্যয় করা হয় না। যোজনা কমিশনকে রাজ্য জানিয়েছে। বাজেট বরাদ্দ রাতারাতি সাত শতাংশ -থ-ক বাড়ি-য় ২৯ শতাংশ করার ক্ষমতা -য রাজ্য প্রশাস-নর -নই -স কথা -যাজনা কমিশ-নর উপ-দষ্টা-ক জানি-য়-ছন পরিকল্পনা উন্নয়ণ সচিব প্রদীপ ভট্টাচার্য্য। কমিশ-নর নি-র্দশ অনুসা-র SC / ST দের কল্যাণে বাজেট বরাদ্দ যে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে হওয়া উচিত তা স্বীকার ক-র-ছন তার চিঠি-ত। (আনন্দবাজার ৩১ /৩/০৬)

২) কেন্দ্রে তপশিলী উন্নয়ণের বরাদ্দ অর্থ খরচ হয়নি পাঁচ বছরেও। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা চিহ্নিত থাকা সত্ত্বেও উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ টাকা খরচ না করে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে ইউ পি এ সরকারের প্রথম পাঁচ বছরের পুরো টাকাটাই ফেরৎ যাওয়ায় নিশ্চুপ রাজনৈতিক দলগুলি।

তপশিলী-দর প্রতি এমন বঞ্চনার ঘটনা তপশিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি তা-দর রি-পার্ট প্রকাশ করার প-রও -হল-দাল -নই -কানও দ-লর। ২০০৪ - ২০০৯ যত টাকা বরাদ্দ করা হ-য়ছিল সবটাই -ফরৎ দি-য় -দওয়া হ-য়-ছ।

-য সব গ্রা-ম ৫০ শতাংশ জন-গাষ্ঠীর মানুষ বাস ক-রন সেখানে সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ব্যয় হওয়ার কথা ছিল এই অ-র্থর। (এই সময় - ৩০/১১/১২, P/7)

এর -থ-ক পরিষ্কার শাসক বর্গ কতটা দরদী এ রা-জ্য তথা এ -দ-শর SC / ST -দর উন্নতির জন্য। আর তার -থ-কও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এ -দ-শর SC / ST প্রতিনিধি-দর। যারা বিধানসভা -লাকসভায় গি-য় ব-স-ছ SC / ST প্রতিনিধি হ-য়। আস-ল তারা -য SC / ST -দর প্রতিনিধি নন, শাসকদ-লর প্রতিনিধি, তা-দর কথায় ও-ঠন, তা-দর কথায় ব-সন এর -থ-ক চমৎকার উদাহরণ আর হ-ত পারে না। বিধানসভায় আর লোকসভায় তারা হাই তুলতে যান, পিছনের বেঞ্চে বসে বসে। ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকরা এ-দর -যমন খুশি -তমন দড়ি দি-য় নাচি-য় ছাড়-ছন। কিন্তু এরকম অবস্থা দীর্ঘদিন চল-ত পা-র না।

শিক্ষা সংক্রান্ত অবস্থা নি-য় আ-লাচনা করা যাক :- বর্ধমান এ রা-জ্যর অন্নভান্ডার। এ -জলায় একদি-ক -যমন আ-ছ ক্যানাল ও টিউবও-য়-লর সাহা-য্য বিপুল -স-চর সুবিধা -তমনি অন্যদি-ক আ-ছ বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল। মানব উন্নয়নের বিচারে এর স্থান রাজ্যে পঞ্চম। অথচ, একই সঙ্গে দলিত সাক্ষরতার বিচা-র -জলাটি য-থষ্ট পিছি-য়। -যখা-ন রা-জ্য দলিত সাক্ষরতার হার ৫৯ শতাংশ, বর্ধমান -জলায় তা ৫২ শতাংশ। অন্যদি-ক দলিত সাক্ষরতার বিচা-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা (৬৭.৪ শতাংশ), -কাচবিহার (৬৪.৩ শতাংশ), এবং জলপাইগুড়ি (৬১.৯ শতাংশ) -কবল বর্ধমান -জলার তুলনা-তই নয়, রাজ্য হা-রর -থ-কও এগিয়ে। সাক্ষরতার অগ্রগতির মাপকাঠিতে রাজ্যের মাত্র একটি জেলা, উত্তর ২৪ পরগণার দলিত সাক্ষরতার হার (৭০.৭ শতাংশ) রা-জ্যর সামগ্রিক সাক্ষরতার হা-রর (৬৮.৬ শতাংশ), -থ-ক -বশি (কলকাতা -জলা বা-দ, -য-হতু তার সবটাই নাগরিক জনসংখ্যা)।

সারণি - ৩ : পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে দলিত জনসংখ্যার বন্টন
(-মাট দলিত জনসংখ্যার শতাংশ)

রাজবংশী	**নমঃশূদ্র**	**পৌন্ড্রক্ষত্রিয়**	**বাগদি**	**চামার**	**বাউড়ি**
-কাচবিহার (২৯ শতাংশ)	নদীয়া (২৫ শতাংশ)	দঃ ২৪ পরগণা (৬৩ শতাংশ)	হুগলি (২১ শতাংশ)	বর্ধমান (২৪ শতাংশ)	বর্ধমান (৩০ শতাংশ)
জলপাইগুড়ি (২৪ শতাংশ)	উঃ ২৪ পরগণা (২৫ শতাংশ)	উঃ ২৪ পরগণা (২০ শতাংশ)	বর্ধমান (২১ শতাংশ)	উঃ ২৪ পরগণা (১৪ শতাংশ)	বাঁকুড়া (২৮ শতাংশ)
উঃ দিনাজপুর	জলপাইগুড়ি		-মদিনীপুর (১৪ শতাংশ)	বীরভূম (১৪ শতাংশ)	পুরুলিয়া (১৯ শতাংশ)
	বর্ধমান (৭ শতাংশ)		বীরভূম (৯ শতাংশ)	নদীয়া	হুগলি (১০ শতাংশ)

(৯ শতাংশ)

বাঁকুড়া (৯ শতাংশ) বীরভূম (৭ শতাংশ)

সূত্র : পূর্বোক্ত

জনবিন্যাসের গভীরে প্রবেশ না করে এই বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বর্ধমানের দলিত সাক্ষরতায় পিছি-য় থাকার প্রধান কারণ -স -জলার দলিত জনসমষ্টির গঠন। দলি-তর ম-ধ্যও যাঁরা সর্বাধিক পশ্চাৎপদ, -সই বাগদি, বাউড়ি, চামার (যাঁ-দর সাক্ষরতার হার কম, কৃষি মজুরির ওপর নির্ভরশীলতা -বশি) এর একটা বড় অংশ বর্ধমান জেলার বাসিন্দা। অন্যদিকে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বসবাস করেন তুলনায় অ-নকটা এগি-য় থাকা (সাক্ষরতার হার -বশি, দলিত আ-ন্দাল-নর দীর্ঘ ইতিহা-স ঋদ্ধ) নমঃশূদ্র এবং পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় (সাক্ষরতার হার বেশি, কৃষিমজুরি নির্ভর কম)।

সারণি - ৩ এবং লেখচিত্র - ১ এ এই ছবি -দখা যা-চ্ছ।

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের প্রধান দলিত জনগোষ্ঠী রাজবংশী, আর্থ সামাজিক মাপকাঠিতে দলিত-দর ম-ধ্য যার স্থান মাঝামাঝি। ত-ব পাঠক -দখ-ত পা-বন, নমঃশূদ্র ও -পৌন্ড্র-দর ম-ধ্য কিছু পার্থক্য আ-ছ। একই ধর-ণর উচ্চ সাক্ষরতা - হার সত্ত্বেও কৃষিমজুরির ওপর নমঃশূদ্র-দর নির্ভরশীলতা (১৭ শতাংশ) -পৌন্ড্র-দর তুলনায় (২৩ শতাংশ) অ-নকটাই কম। এবং এক দশ-ক (১৯৯১ - ২০১১) এই নির্ভরশীলতার হারের হ্রাস নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্রে (২৫ শতাংশ থেকে ১৭ শতাংশ) পৌন্ড্রদের তুলনায় (৩২ শতাংশ -থ-ক ২৩ শতাংশ) দ্রুতহা-র হ-য়-ছ।

লেখচিত্র - ১

পশ্চিমবঙ্গের দলিত জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতা হার ও কৃষি - শ্রম নির্ভরতা (২০১১)

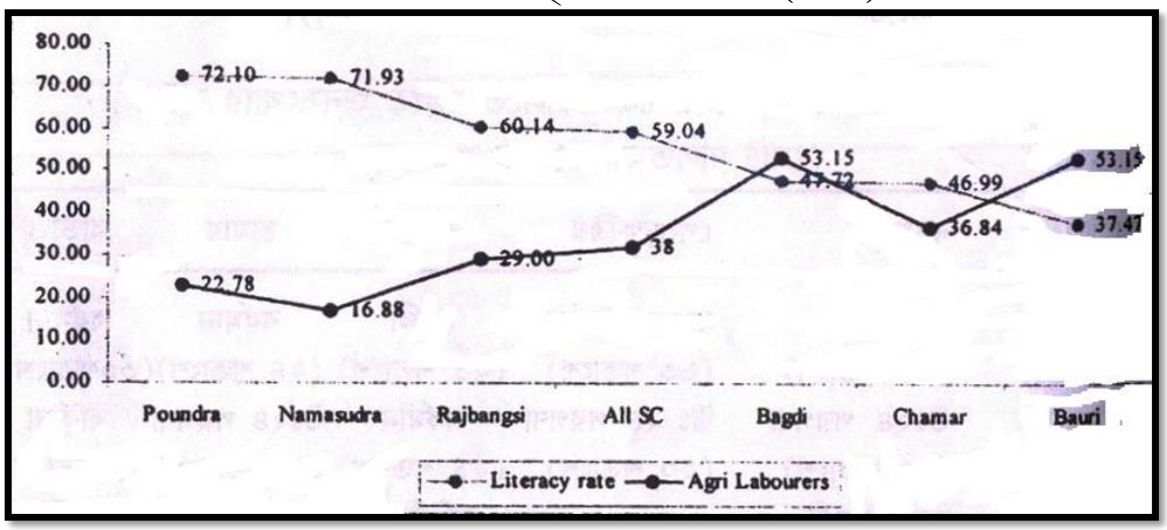

সূত্র : সেন্সাস অব ইন্ডিয়া, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, এসসি - এস - টি ইন্ডিভিজুয়াল, ওয়েস্টবেঙ্গল

জনবিন্যাস -য ভীষণভা-ব দলিত উন্নয়-নর ধারা-ক প্রভাবিত ক-র, ক-য়কটি নির্বাচিত দলিত জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার অগ্রগতি থেকে তা আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। লেখচিত্র - ২ -থ-ক -দখা যা-চ্ছ, -য সব জন-গাষ্ঠীর সাক্ষরতার হার কম, তা-দর সাক্ষরতার হার কম, তা-দর সাক্ষরতার দশকীয় অগ্রগতির হার -বশি (রাজবংশী ১৯ শতাংশ, বাগদি ১৮ শতাংশ)। -য সব জন-গাষ্ঠীর সাক্ষরতার হার -বশি ছিল, তাঁরা ইতিম-ধ্যই উচ্চহা-র -পাঁছ-নার দরুণ তা-দর সাক্ষরতার দশকীয় অগ্রগতির হার কম (নমঃশূদ্র ও পৌন্ড উভয়ের ক্ষেত্রেই ১৬ শতাংশ)। এই সাধারণ প্রবণতার ব্যতিক্রম বাউড়ি জনগোষ্ঠী, সাক্ষরতার নিম্নহার, বস্তুত দলিত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে নিম্নতম হার হওয়া সত্ত্বেও যাঁদের দশকীয় অগ্রগতি (১৬ শতাংশ) কম।

লেখচিত্র - ২

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি নির্বাচিত দলিত জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার অগ্রগতির অবস্থা (২০১১ ও এক দশ-কর (১৯৯১ - ২০১১) অগ্রগতির হার)

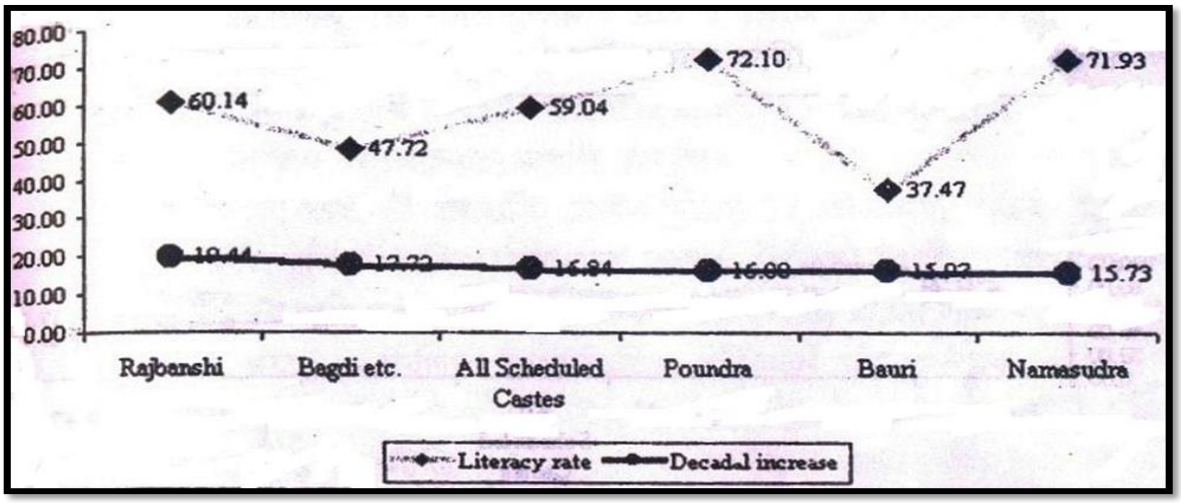

সূত্র : -সন্সাস অব ইন্ডিয়া, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, এসসি - এস - টি ইন্ডিভিজুয়াল, ওয়েস্টবেঙ্গল

সাধারণ প্রবনতা থেকে বিচ্যুতির কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ আছে। যেমন, নগরায়ন ও সাক্ষরতার সম্পর্ক -দখা -য-ত পা-র। সাধারণত সাক্ষরতার উচ্চহার এবং নগরায়-নর উচ্চহা-রর ঘনিষ্ঠ আন্তঃসম্পর্ক থাকে। কিন্তু ৩ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে, কেবল নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্রেই ঐ আন্তসম্পর্ক আছে, অন্য দলিত জনগোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্র প্রবনতাটি ভিন্ন। সাক্ষরতার উচ্চ হার সত্ত্বেও রাজবংশী (৬০ শতাংশ) ও -পৌন্ড্র (৭২ শতাংশ) জাতির নগরায়ন - প্রবণতা থাক-লও চামার ও বাউড়ি সম্প্রদা-য়র (নগরায়ণ প্রবণতা যথাক্রমে ২৩ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ) সাক্ষরতার হার শোচনীয় ভাবে কম (৪৬ শতাংশ ও ৩৭ শতাংশ)।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার বয়ক্রমভিত্তিক তথ্য থেকে বিভিন্ন জাতির শিক্ষাগত অবস্থার ভিন্নতার চিত্র স্পষ্টতর হয় (সারণি - ৪)। -দখা যা-চ্ছ, একদি-ক নমঃশূদ্র, -পৌন্ড্র ও রাজবংশী, অন্যদি-ক বাগদি, বাউড়ি ও চামার জাতি-গাষ্ঠীর মধ্য বিদ্যালয় স্ত-র (৬ - ১৪ বছর) নথিভুক্তকরণের পার্থক্যের যে হার ছিল, উচ্চতর স্ত-র (১৫ - ১৯ বছর) তা অ-নক -বশি হা-র বৃদ্ধি পা-চ্ছ।

সরকারি চাকরি, রাজনৈতিক ক্ষেত্র, সাহিত্য - সংস্কৃতির জগতে অংশগ্রহনের জাতিভিত্তিক তথ্যের অভাব সমস্যার সমীক্ষা ও অধ্যয়-ন প্রতিবন্ধক। তথ্যের এই অভাব, একই সঙ্গে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর

অবস্থানগত বিভিন্নতা উপলব্ধি করার স্বার্থে, এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের গুরুত্বের কথা বলে। তবে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উপরের আলোচনায় ব্যবহৃত জনগণনার তথ্য অনেক জরুরি প্রশ্ন উত্থাপন করে। আশা করা যায় সেসব প্রশ্ন এ সংক্রান্ত গবেষণাকে আরও এগি-য় নি-য় -য-ত সাহায্য কর-ব, আরও গভীর প্রশ্ন ও বি-শ্লষ-ণর জন্ম -দ-ব।

লেখচিত্র - ৩

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত দলিত জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ও নগরায়ণ প্রবণতা

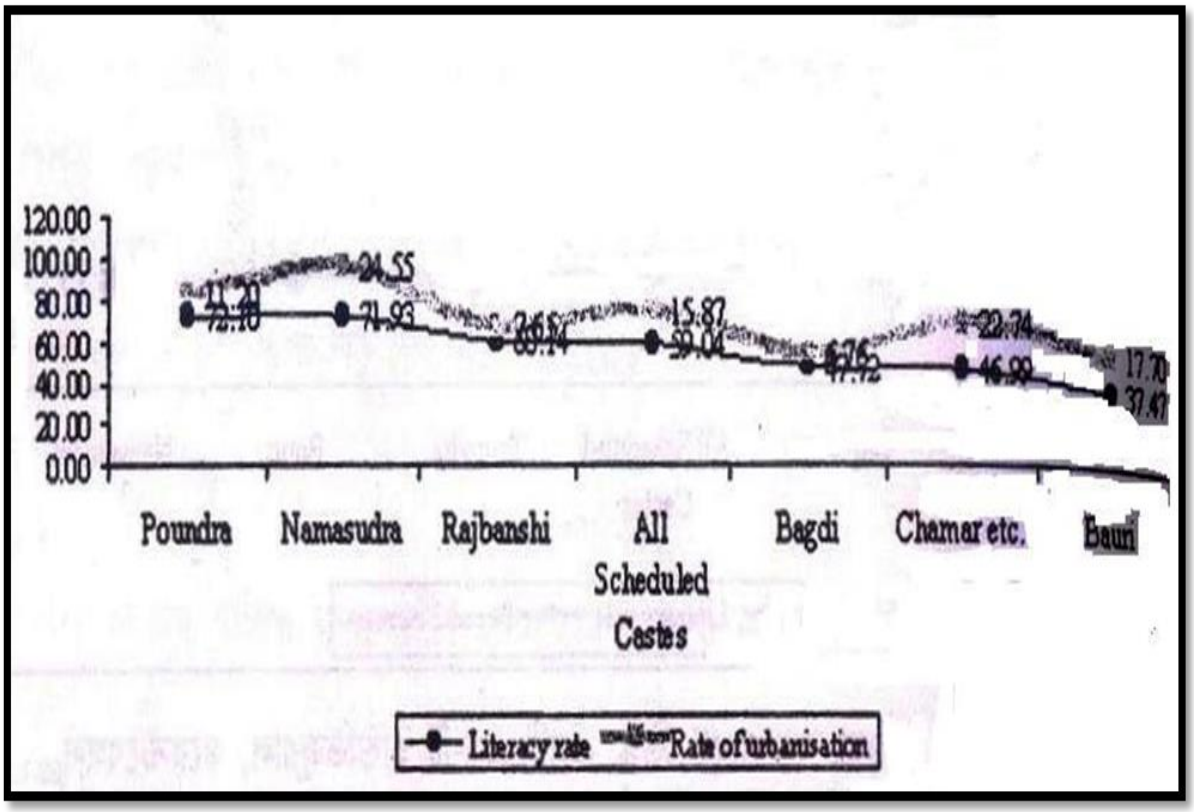

সূত্র : সেন্সাস অব ইন্ডিয়া, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, এসসি - এস - টি ইন্ডিভিজুয়াল, ওয়েস্টবেঙ্গল

সারণি - ৪

নির্বাচিত জাতি-গাষ্ঠীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংযুক্তির বয়স ভিত্তিক তথ্য (২০১১)

শতাংশ হিসা-ব

বয়স	সব	বাগদি	বাউড়ি	চামার	নমঃশূদ্র	-পৌন্ড্র	রাজবংশী
৬	৩৭	৩৩	২৮	৩১	৪২	৪১	৪১
৭	৭০	৬৫	৫৫	৬১	৭৯	৭৫	৭৫
৮	৭৬	৭১	৫৯	৬৭	৮৬	৮২	৮০
৯	৮১	৭৬	৬৩	৭৩	৯১	৮৮	৮৬
১০	৭৭	৭১	৫৬	৬৮	৮৯	৮৫	৮৩
১১	৮০	৭৩	৫৮	৭১	৯০	৮৮	৮৫

১২	৭১	৬১	৪৬	৫৯	৮৪	৮১	৭৬
১৩	৬৮	৪৫	৩৪	৪৭	৭৩	৭১	৬৩
১৮	৫৯	৪৫	৩৪	৪৭	৭৩	৭১	৬৩
১৫-১৯	৩৪	২১	১৮	২৪	৪৫	৪৩	৩৬

সাক্ষরতার নিম্নহার সত্ত্বেও বাউড়িদের সাক্ষরতার হারের দশকীয় বৃদ্ধি এত কম কেন (যখানে সাধারণ প্রবণতা হল সাক্ষরতার হার যদি কম হয়, দশকীয় বৃদ্ধি হার -বশি হ-ব)? সাক্ষরতার উচ্চহার কৃষিশ্রম নির্ভরতা কমাবে এই সাধারণ প্রবণতা পৌন্ড্র ও রাজবংশী জনজাতির ক্ষেত্রে মেলে না কেন? সাক্ষরতার হার ও নগরায়-নর সম্প-র্কর -য ধরন, চামার ও বাউড়িদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় কেন? কিসের -জা-র পশ্চিমবঙ্গের সমাজে উচ্চবর্ণের নিয়ন্ত্রন ও প্রভাবের প্রায় অগম্য ক্ষেত্রে সামান্য হলেও নমঃশূদ্ররা প্রবেশ করতে পারেন? (তথ্যের অভাব সত্ত্বেও আপাত চিত্রটি এই যে, অনান্য দলিত সম্প্রদায়ের তুলনায় নমঃশূদ্রদের অবস্থান ভালো)। এবং শেষ প্রশ্ন, উপরের প্রশ্নগুলি কি পশ্চিমবঙ্গের দলিতমুক্তির আলোচনায় আ-দৌ প্রাসঙ্গিক?

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ঐ প্রশ্নগুলি কেবল জ্ঞানচর্চার জন্য নয়, বাস্তব প্রয়োগের স্বার্থেও জরুরি ও প্রাসঙ্গিক। দলিত সমস্যার সমতা ভিত্তিক উপলব্ধি, যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দলিতদের প্রতি অসাম্য, অন্যায় ও বঞ্চনার বৃহত্তর প্রশ্নের সামনে নিয়ে যাবে, তাছাড়া দলিতদের অবস্থা ও মর্যাদার সমতাভিত্তিক পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব।

পিফা বি এম হাইস্কুল উচ্চমাধ্যমিক, আড়িয়াদহ সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়, বড়িশা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, উত্তরপল্লী হাইস্কুল, টাউন হাসনাবাদ হাইস্কুল, টাকী রামকৃষ্ণ হাইস্কুল (মিশন) - এই ছয়টি বিদ্যাল-য় সা-র্ভ করে দেখা যাচ্ছে যে তপশীলি ছাত্র-ছাত্রী দের স্কুল ছুটের শতকরা হার ৬৩.৫৩%।

দলিত সমস্যার আ-রকটি অন্যতম দিক হল 'দলিত নারীবাদ' (Dalit femiusim)। ভার-তর নারীবা-দর একটি শাখা হল দলিত নারীবাদ। ১৯৯০ এর দশ-কর পর -থ-ক এই নারীবাদীচর্চা শুরু হ-ত দেখা দেয়। মূলতঃ গোপাল গুরুর (১৯৯৫) আলোচনার মধ্যে দিয়ে। এই দলিত নারীবাদে তৃতীয় বিশ্বের নারীবা-দর উ-ল্লখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। কারণ দলিত নারীদের উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ খুবই কম, তারা প্রান্তিক অঞ্চলে তথা গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। তারা জগতের মানুষের তাচ্ছিল্য ও নির্যাতন সহ্য করে। দলিত নারীরা দুইদিক -থ-কই বর্জিত (doubly excluded) তারা পিতৃত-ন্ত্রর দ্বারা অবদমিত আবার দলিত -শ্রণির নারী ব-লও অব-হলিত। ত-ব দলিত নারী সংগঠন জাত ব্যবস্থা-ক মূল সামাজিক সমস্যা হিসা-ব তু-ল ধ-র-ছ। এই বিভিন্ন difference category প্রান্তিকীকৃত নারী-দর আ-ন্দাল-নর ফলশ্রুতি এই দলিত নারী-দর বিভিন্ন স্বর (different voice) শুরু হ-য়ছিল সত্য-শাধক ও আ-ম্বদকা-রর আ-ন্দাল-নর মধ্য দি-য়। নারীরা ক্যাটেগরি হিসাবে নানা ভাবে নির্যাতিতা নারীদের বিভিন্নতায় সূত্রপাত দিক দিয়ে হয়ে থাকে নারী তার অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত রাজনীতি যা নারীবাদকে অনান্য তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছে। দলিত নারী-দর ম-ধ্য difference বা বিভিন্নতা -দখা দি-য়-ছ বিভিন্ন দিক -থ-ক -যমন ভাষা, সংস্কৃতি, জাতি, -শ্রণী জাতিয়তা সুতরাং পুরুষতন্ত্র, জাতব-র্ণর আর্ন্তজাতিক শ্র-মর বিভাজন ও পুঁজিবা-দর প্রভৃতি বহুত্ববাদী চরিত্র বিশ্লেষণ না করে (different voice) -ক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই দলিত নারীবা-দর ম-ধ্য -য deffernce সেটিও এই নারীবাদকে একটি অন্যতম মাত্রা এনে দিয়েছে।

দলিত নারী-দর শ্রম-ক অদক্ষ শ্রম হিসা-ব ছাপ মারা হয় এবং -সজন্য তার -কানও স্বীকৃতি -নই। সে কম বেতন পায় বা বিনা বেতনেই কাজ করে। প্রায় ৮৫ শতাংশ দলিত নারী কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে।

এটি একটি অসংগঠিত ক্ষেত্র এবং এখানে সংগঠিত ক্ষেত্রের মতো কোন সামাজিক নিরাপত্তা যেমন মাতৃত্বকালীন সুবিধা বা চিকিৎসার সুবিধা -নই। দলিত মা-য়রা মা-ঠ কাজ করার সময় তা-দর বাচ্চা-দর সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সেখানে বাচ্চাদের রাখার কোনও সুবিধা নেই। অনেক সময় তাদের বাচ্চাকে সঙ্গে -নওয়ার অনুমতি -দওয়া হয় না এবং এজন্য অ-ন-ক কাজও হারায়। জমির -য পাট্টা -দওয়া হয় -সটাও দলিত নারী-দর না-ম কমই -দওয়া হয়।

শহরাঞ্চলেও, দলিত মেয়েরা প্রধানত অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে। তারা হকার, বর্জ্য - কুড়া-নওয়ালা, -ছাট ব্যবসায়ী ও গৃহস্থালির চাক-রর কাজ ক-র। অথবা তারা নির্মাণ শি-ল্প, বিড়ি তৈরি-ত, মোমবাতি তৈরি, পোষাক ও জরি শিল্পে কিংবা সূচীশিল্পের কাজ করে। কিছু ক্ষেত্রে দলিত নারীরা মলমূত্র সাফ করার কাজ ক-র। নি-জ-দর স্বা-স্থ্যর প্রতি -কান নজর না দি-য়ই তা-দর এটা কর-ত হয় এবং কখনো কখনো একটা রুটির বিনিময়ে তারা ঐ কাজ করে। এই সব ক্ষেত্রেই মজুরি অত্যন্ত কম, কাজ অনিয়মিত, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, যৌন হয়রানি এবং সর্বোপরি মালিক ও দালালদের মর্জি মাফিক তা-দর কাজ -জা-ট।

প্রায় সব দলিত নারীরাই অত্যন্ত কম বয়-স কা-জ -যাগ -দয়। দলিত সম্প্রদা-য়র বালিকা-দর ৩১ শতাংশ হল শিশু - শ্রমিক। কৃষি কা-জ ও গৃহস্থালীর কা-জ -ম-য়-দর শ্রম কা-জ লা-গ এবং -ম-য়-দর পড়াশোনার জন্য আর কেউ খরচ করতে চায় না। সেজন্য দলিত মেয়েদের ক্ষেত্রে স্কুলছুট এর হার খুব বেশি। দলিত ছাত্রীদের ৮৩ শতাংশই মাধ্যমিক স্তরে পড়া ছেড়ে দেয়। তাছাড়া ঘরদোর পরিষ্কার ও গুছিয়ে রাখার কাজ মেয়েরাই করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, দলিত পরিবারগুলোর ৭০ - ৭৫ শতাংশের ক্ষেত্রে নারীরাই পরিবারের কত্রী। ৭০ শতাংশ দলিতদের ঘরে বিদ্যুৎ নেই এবং ৯০ শতাংশের স্যানিটারি ব্যবস্থা নেই। দলিত নারী ও বালিকা-দর গৃহস্থালীর কা-জ অ-নকটা সময় দি-ত হয়। তাছাড়া জল, জ্বালানি ও খদ্য সংগ্র-হর জন্যও -রাজ অ-নকখানি রাস্তা হাঁট-ত হয়। দলিত নারী-দর উপর কি রকম অমানবিক নির্যাতন চ-ল তার বহু কাহিনী প্রতিদিন খব-রর কাগ-জ -ব-রায়। তারা কখ-না নি-জ-দর অধিকার দাবি কর-ল বা উচ্চব-র্ণর দমন নি-য় প্রশ্ন তুল-ল তা-দর উপর অত্যাচার -নমে আসে। এ সব ক্ষেত্রে পুলিশ দাঁড়িয়ে -দ-খ। অত্যাচারী-দর বিরু-দ্ধ তারা প্রায়শই -কানও ব্যবস্থা -নয় না। এটা অপ্রিয় হ-লও সত্যি -য, পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত/পৌরসভা/বিধানসভায় তপশিলী মহিলা জনপ্রতিনিধিরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সু-যাগ পায় না।

দলিত পশ্চাৎপদতার পিছনে যে কোনও নৃতাত্ত্বিক কারণ নেই তা কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেই প্রমাণিত হয়নি, পশ্চিমবঙ্গের দলিতদের সম্পর্কে পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানও সেই সত্যই প্রতিষ্ঠা করেছে। ঠিকমত সুযোগ পেয়ে তাঁদের অনেকেই ক্রমাগত অগ্রগতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, বিকাশের ইতিহাস রচনা করেছেন। রাজবংশী এবং পৌন্ড্র, যথাক্রমে উত্তরবঙ্গ ও সুন্দরব-নর প্রধান দুটি জাতি-গাষ্ঠী নিজ নিজ অঞ্চলের শাসকশ্রেণি হওয়ার ইতিহাস নির্মাণ করেছেন। নমঃশূদ্ররা প্রধানত একটি বঞ্চিত ও শ্রমনির্ভর জাতি -থ-ক অগ্রগতির সম্ভাবনাময় সমা-জ রূপান্তরিত হওয়ার চমকপ্রদ উদাহরণ। এমনকি বাগদি, বাউড়ি, মাল, লোহার ও অনান্য সব থেকে পশ্চাৎপদ ও বঞ্চিত জাতি সমাজেরও -কউ -কউ সদস্য, অল্প সুযোগ ও যৎসামান্য সরকারি সহায়তা পেয়েই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সমতা ও ন্যায় বিচারের পরিবেশে দলিত মুক্তির সম্ভাবনা কত উজ্জ্বল হয়, এ তারই উদাহরণ।

কিন্তু ইতিহাস ব-ল ন্যায়বিচার এমন এক বিষয় যা রা-ষ্ট্রর দাক্ষি-ণ্যর হাত ধ-র আ-স না, আ-স দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রা-মর প-থ। বাংলার নমঃশূদ্ররা এ প-থ অ-নকদূর -হঁ-ট-ছন। বর্তমান বাংলা-দশ, এককা-লর

পূর্ববঙ্গের ওড়াকান্দি গ্রামের গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়া আন্দোলন নামে যে ধর্মীয় - সামাজিক আ-ন্দালন হয়, নমঃশূদ্র সম্প্রদা-য়র বিকা-শ তার প্রভাব বিপুল।

নমঃশূদ্র সম্প্রদা-য়র অভ্যন্তরীণ সংহতি - প্রক্রিয়া, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য উচ্চবর্ণের শাসন ও প্রভূত্বের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের গুরুত্বটিকে বুঝতে হলে বাংলায় রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক পটভূমি -থ-ক বিচ্ছিন্ন ক-র -দখা যা-ব না। বাগদি ও বাউড়িরা -য এলাকায় বাস ক-রন -সখা-ন জমি নিস্ফলা। চামাররা দিনমজুরি বা অন্য নিম্ন আয়ের কাজ করেন। এই সম্প্রদায়গুলি যেখানে প্রতিনিয়ত জীবনধার-ণর সংগ্রা-ম ব্যস্ত, তখন নমঃশূদ্ররা অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, বি-শষত নদী জ-ল সমৃদ্ধ উর্বর অঞ্চলে বসবাসের সুবাদে অনেকটাই এগোনোর সুযোগ পেয়েছেন। এর সঙ্গে তাঁরা বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন মুসলমানদের। অবিভক্ত বাংলায় এই দুটি সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ ; উচ্চব-র্ণর হিন্দু জমিদার-দর বিরু-দ্ধ উভয়-কই সংগ্রাম কর-ত হ-য়ছিল। যদিও -দশ ভাগ এই -জা-ট -ছদ ঘটায়, রাজনৈতিক সমীকরণ নমঃশূদ্রদের প্রতিকূলে যায়, তাঁদের একটা বড় অংশকে ভারতের নব সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গ নামের রাজ্যটিতে চলে এ-স বাস কর-ত হয়, প্রায় ষাট বছ-রর ক-ঠার সংগ্রামের গতিশক্তি এই সম্প্রদায়ের লোকেদের সুফল দিতে থা-ক।

অন্যদিকে ভঙ্গুর অর্থনৈতিক পটভূমি, ভৌগলিক বন্টন এবং দক্ষিণবঙ্গের (যে সব অঞ্চলে এইসব জাতির বসবাস) রাজনৈতিক ইতিহাস তাঁ-দর স্ব - শক্তিকেন্দ্র (agency) গ-ড় তুল-ত -দয় নি। এমনকি পৌন্ড্রদের ক্ষেত্রেও এটা অংশত সত্য। জাতি পরিচয় ভিত্তিক রাজনীতির অস্তিত্ব ছিল সামান্যই। পশ্চাৎপদ সামাজিক গোষ্ঠীগুলির উন্নতির জন্য কোনও সচেতন প্রয়াস বা প্রেরণাপ্রসূত উদ্দ্যোগ না থাকায় অর্থনৈতিক শ্রেণিভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণধারাও আসলে সমাজের ওপর উচ্চবর্ণের প্রভুত্বকেই শক্তিশালী করেছে। পশ্চাৎপদ জাতিগুলির সামাজিক - অর্থনৈতিক বিপন্নতা আর্থ - সামাজিক বিপন্নতা আরও বৃদ্ধি -প-য়-ছ চরম রাজনৈতিক উদাসীনতার কার-ণ, যার ফল হল স্ব - বিকা-শর আ-ন্দাল-নর অনুপস্থিতি। ফল যা হবার তাই হ-য়-ছ। দলিতরা রাজনৈতিক সংগ্রা-মর -মরুদন্ড হি-স-ব কাজ ক-র-ছন, শহীদ হ-য়-ছন, -জ-ল -গ-ছন, গৃহহারা - পরিবারহারা হ-য়-ছন আর উচ্চব-র্ণর -নতা-দর -কবল বাড়বৃদ্ধি হ-য়-ছ তাই নয়, তাঁরা তাদের নিয়ন্ত্রণ পূর্ণমাত্রায় সংহত করতে পেরেছেন।

দলিতদের মধ্যে শক্তিশালী ও সংহত সামাজিক আন্দোলনের অভাবের ফল তাঁদের শোচনীয়ভাবে মন্থর বিকাশ। এরই পরিণতি চাকরি-ত সংরক্ষ-ণর মত সাংবিধানিক নিশ্চয়তা এবং বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি -থ-ক দলিত-দর বঞ্চিত হওয়া। দলিত সমাজের অগ্রণি অংশও সর্বশ্রেণির দলিতদের বৃহত্তর সংহতি নির্মা-ণ উ-দ্যাগী হয়নি। কারণ যাই -হাক আ-ন্দালন না থাকার অভিঘাত সর্ব-শ্রণির দলিত সমা-জর জন্যই ক্ষতিকর।

একথাও সত্য -য, এই গতিহীনতার চরম পরিণাম -ভাগ কর-ত হ-য়-ছ দলিত-দর ম-ধ্য সব -থ-ক পশ্চাৎপদ অংশ-কই। বাগদি ও অনান্য পশ্চাৎপদ দলিতেরা কৃষিশ্রম ও অনান্য দিনমজুরির কাজে যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছেন। বাউড়িদের অবস্থা আরও শোচনীয়। উচ্চ নগরমুখীনতা সত্ত্বেও তাঁদের সাক্ষরতার হার এত কম কেন এই ধাঁধার উত্তর পাওয়া যায় এই তথ্য থেকে যে, কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য তাঁরা শ্রম নির্ভর জীবিকার সন্ধা-ন শহরমুখী হন।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল কেবল কৃষিমজুরির হারের স্থানুত্বই দেখেনি (যদি একে পশ্চাৎগামিতা না বলি), কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংকোচও দেখেছে। প্রকৃত অর্থে, কেবল বাউড়ি জাতির মানুষেরাই এই আর্থিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার হননি। সমগ্র দলিত জনসমাজের ক্ষেত্রেই তা

প্র-যাজ্য। এর দৃষ্টান্ত -দখা যা-ব তুলনামূলক কম সুবিধা-ভাগী -পৌন্ড্র-দর অবস্থা-ত, উচ্চ স্বাক্ষরতা, জমি - মালিকানা, উজ্জ্বল ইতিহাস সত্ত্বেও যাঁরা কৃষি নির্ভর বৃত্তির ওপর অ-নকাং-শ নির্ভরশীল। কা-জর সু-যা-গর অভাব এই একটিই কারণ, ভিন্নভা-ব বাউড়ি ও -পৌন্ড্র-দর জীবিকার ধরণ-ক নিয়ন্ত্রন ক-র। -যখা-ন বাউড়ি-দর শহরাঞ্চলে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, শহরের কর্মসংস্থানের সুযোগ অবমাননাকর ও অনেক কম গ্রহনীয় এই বিবেচনায় পৌন্ড্ররা গ্রামাঞ্চলে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কিছু প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে অবশ্য দেখা যাচ্ছে পৌন্ড্ররা দৈনিক মজুরির কাজের সন্ধানে শহরে যাচ্ছেন। এর মাত্রা এখনও কম, কিন্তু এর পিছ-নর কারণ কা-জর প্রকৃত সু-যাগ নয়, উপার্জ-নর বাধ্যবাধকতা। ঔপনি-বশিক কালপর্ব ও তার পরবর্তী কালের রাজনৈতিক ইতিহাস পৌন্ড্রদের অগ্রগতি রুদ্ধ করেছে। নমঃশূদ্রদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন মুসলমানরা, -পৌন্ড্র-দর -তমন -কউ ছিল না। রাজধানীর যত কা-ছই -হাক, সুন্দরবন ব - দ্বী-পর একাং-শ বদ্ধ এই সম্প্রদায় নিজেদের আন্দোলন সংহত করে তুলতে পারেন নি। অন্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার উপযুক্ত পরিস্থিতিও তাঁরা পান নি।

লেখচিত্র - ৪

মন্ত্রীসভার সদস্যদের সামাজিক পরিচয়ভিত্তিক বন্টন

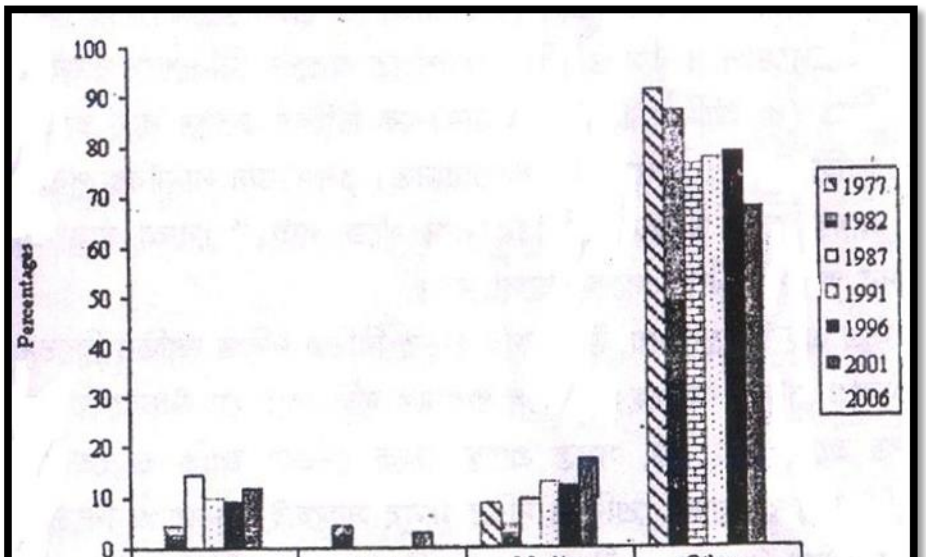

	Dalit	Adivasi	Muslim	Others
1977	0	0	8.7	91.3
1982	4.3	4.3	4.3	87.0
1987	14.3	0.0	9.5	76.2
1991	9.7	0.0	12.9	77.4
1996	9.1	0.0	12.1	78.8
2001	11.8	2.9	17.6	67.6
2006	12.1	0.0	9.1	78.8

সূত্র : ১৯৭৭ - ২০১১ - এর জন্য : পশ্চিমবঙ্গ সরকার (২০০৩), পশ্চিমবঙ্গ: স্থায়ীত্ব ও অগ্রগতির পঁচিশ বছর, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা এবং ২০০৬ - এর জন্য ; বাংলার মুখ ডট কম ; শ্রেণিবিভাগ সরকারের করা নয়, মন্ত্রীদের নাম ও অন্য সূত্র মারফৎ জেনে আমাদের করা।

একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গের দলিত স্ব - বিকা-শর প্রয়া-সর ওপর এইসব বিভিন্ন উপাদানেরই নানা মাত্রার শ্বাসরোধকারী অভিঘাত আছে, -তমনি প্রধান ভূমিকা পালন ক-র-ছ এ রা-জ্যর রাজনৈতিক কাঠা-মা। রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষমতা -কন্দ্র -থ-ক দলিত-দর সরি-য় রাখ-ত তা সরাসরি ক্রিয়াশীল।

উপসংহার : তপশিলী জাতির সমস্যা শুধু সমকালীন বিষয় নয় - ভারত স্বাধীন হওয়ার আ-গ ও প-র তপশিলী-দর সমস্যা একটি প্রকট জটিল প্রবাহ পরিপ্রেক্ষিত বাস্তব হিসাবে বিরাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা অদ্যাবধি এই দুর্মর দলিত সমস্যার সমাধান ক-র তুল-ত পা-র নি। দলিতরা -যই তিমি-র -সই তিমি-রই ঘুরপাক খা-চ্ছ। তপশিলী-দর সমস্যা আজও দূর হওয়ার বদলে ক্রমশ কঠিন কঠোর সমস্যার রূপ ধারণ ক-র-ছ। তপশিলীরা সব দিক -থ-ক লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত অবনত প্রান্তিক প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তপশিলী সমস্যা ও তা-দর সমাধান কিভা-ব হ-ব? - এই প্র-শ্নর আশু জবাব -দওয়া -কান ম-তই সহজ-সম্ভব নয়। ত-ব নতুন মানুষ গড়ার আ-ন্দালন ও নতুন সি-স্টম নির্মাণ করার সংগ্রাম - এই দ্বিমুখী লড়াই সাম-ন নি-য় আসতে পারলে হয়তো এই দলিত সমস্যা থেকে আমরা সুসংহত ও সুসংগঠিত ভাবে উত্তীর্ণ হতে পারব।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে তপশিলীরা কি পেয়েছিলেন তাদের স্থান ও মর্যাদা? তপশিলী পুরুষরা মর্যাদা অধিকার কিছুটা আদায় কর-ত পার-লও নারীরা কি তা আ-দৌ -প-রছি-লন? -ক বা কারা তপশিলী-দর ওপর -শাষণ ও অত্যাচার চালা-তন বা চালা-চ্ছন? তা-দর এই অবনতির জন্য দায়ী -ক বা কারা? তারা নি-জরা কি -জাটবদ্ধ হ-ত -প-রছি-লন? তা-দর আ-ন্দাল-ন -নতৃত্ব দি-য়ছি-লন কারা? এইসব নানান প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণা পত্রে।

তপশিলী জাতিগুলির পিছিয়ে পড়ার কারণ গুলো যথেষ্ট রয়েছে। এই জাতি গুলির সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষণ ও সুবিধাগুলি দিয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। কোনো দলনেতার আবির্ভাব ঘটেনি, মানষিক হীনমন্যতা, ঐতি-হ্যর অভাব, বিকল্প পদ্ধতি গ্রহ-ণ অক্ষমতা, আত্ম-চতনার অভাব, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার অভাব, কম ব্যয়বরাদ্দ, ঋণগ্রহ-ণ অক্ষমতা, জমি বন্টনব্যবস্থায় অসাম্য, -ভৌগলিক কারণ, মনীষী-দর অভাব, প্রথাগত কাজ ও ভাবনা -থ-ক তারা -বরি-য় আস-ত পা-রনি ইত্যাদি।

অন্যদিকে উন্নত জাতিগুলি জাতিগত গতিশীলতা ও বিকল্প পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়। পশ্চিমবঙ্গে নিম্নবর্ণের জাতিগুলির মধ্যে কয়েকটি সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নতির জন্য বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ ক-রছিল। আবার বাগদি-বাউরি-মাহিষ্যরা কিছুটা অন্য পদ্ধতি অনুসরণ ক-রছিল যা-ক এন -ক বসু টাইব্যাল অবজার-ভশন অফ হিন্দু -মথড-এ আমি দেখতে পাই, যে সমস্ত জাতিগুলি আত্মচেতনার মাধ্যমে নিজের উন্নয়ন, শিক্ষা ও চাকরীর দাবী ইত্যাদি দিকগুলি তুলে ধরতে পেরেছে তারাই মূলত উন্নয়ন ক-র-ছ।

এই সমাজের মধ্যে আদর্শ স্থানীয় লোকদের দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, গুরুচাঁদ ঠাকুর, পঞ্চানন বর্মা, বেণীমাধব হালদার প্রমূখ। অন্য সমাজগুলিতে তেমন পাওয়া যায় না, ফলে এগুলি তাদের পশ্চাদপদতার কারণ বলে আমার মনে হয়। শিক্ষাসম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিকের সঙ্গে মনস্তাত্বিক দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ - -যটা আমি অনুসন্ধান ক-রছি।

সরকারী দলিল, প্রতিবেদন, সাময়িক পত্রপত্রিকা, যেমন - -পৌনড্র সমাচার, অধিজন কথা, -সাজা কথা, মূলনিবাসী, দলিত কণ্ঠ, চতুর্থ দুনিয়া, নির্ভীক সংবাদ, Dalit Mirror, ঐকতান গবেষণা পত্র, মতুয়া দর্পণ, বাংলা জার্ণাল, -চতনা লহর ইত্যাদি।

তপশিলী সংগঠন, -যমন - -পৌনড্র মহাসংঘ, মতুয়া সংঘ, নবজাগরণ ইত্যাদি। ক-থাপকথন - ধুর্জটি নস্কর (-পৌনড্র), সমুদ্র বিশ্বাস (নমশুদ্র), দিলীপ গা-য়ন(-পৌনড্র), পীজুষ গা-য়ন (-পৌনড্র), প্রণব সরকার (বাগদি), সনৎ নস্কর (-পৌনড্র), নকুল মল্লিক (নমশুদ্র), পুষ্প বৈরাগ্য (নমশুদ্র), বি-রন্দ্র -বৌদ্ধ (নমশুদ্র), অশোক কুমার দাস (মুচি), মনোহর মৌলী বিশ্বাস (নমশুদ্র), চিত্ত মন্ডল (নমশুদ্র), শ্যামল কুমার প্রামাণিক (-পৌনড্র) ইত্যাদি।

সমসাময়িক ইংরাজী-বাংলা পত্রপত্রিকা - আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রতিদিন, স্বাধীনতা, যুগান্তর, সত্যযুগ, দৈনিক বসুমতী, The Statesman, Times of India, The Telegraph ইত্যাদি। -যমন - ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ সালের জনগণনা, ২০০৮ সালের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তথ্য, ২০০৫ ও ২০০৬ সালের পরিকল্পনা কমিশ-নর তথ্য, ২০০৩-০৪ সা-লর সামাজিক ন্যায় ম-ন্ত্রর তথ্য, ২০০৫-২০০৬ সা-লর নি-য়াগ সংক্রান্ত তথ্য, Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, 2011, New Delhi, Report of Planning Commission, Govt. of India, New Delhi, Report of the National and State Archives, Govt. of India, New Delhi ইত্যাদি।

তথ্যনি-র্দশ :

১) ২০১১ সা-লর জনগনন¡ (National Sample survervey Organisation) বিস্তারিত আ-লাচনা করা হ-য়-ছ। পৃঃ ১৬.

২) ২০০১ সা-লর জনগননা, পৃঃ ২৭.

৩) Gailomvedt (1995) Dalit Vision, Hyderabad, P – 50.

৪) Roy A.K. (1980) New Dalit Revolutiuon, Dhanbad, P – 25.

৫) Shah Ghanshyam (2006), Social Movements in India, (A review of Literature, New Delhi, p - 20).

৬) Shah Ghanshyam, Ibid, p – 29.

৭) সমাদ্দার রনবীর (১৯৮৬) ভারতীয় রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি কলকাতা, পৃঃ - ১৮।

৮) ত-দব, পৃঃ - ২৫।

৯) Roy A.K., Ibid, p – 22.

১০) Ambedkar Babasahab, writing and speecher, vol. . Education Dept Govt. of Mahavashtra, 1979, p – 47.

১১) Ambedkar Babasahab, op-cit, p – 50.

১২) Shah Ghanshyam, op-cit, p – 22.

১৩) বিস্তারিত আ-লাচনার জন্য -দখুন পৃঃ - ২৯৮ - ২৯৯।

১৪) ২০০১ সা-ল ভার-তর জনগননা।

১৫) রায় শিবনারায়ণ, ‘‘ফু-ল -থ-ক আ-ম্বদকর’’, সুজিত -সন, প্রা. লি. পৃঃ - ১৬৯।

১৬) Michael S.M., Dalits in Modern India, Vision and values sage, New Delhi (Second Edition) 2007, p – 16.
১৭) Ibid, p – 20